বিক্রমপুর মনীষা

গোলাম কাদের

কটথমরণ র্মেরটর্ণ মত ট মের্ণ (১৯৬২)। এছাড়া ছোটদের জন্য বারো মাসের ছড়া (১৯৬৬) অনুবাদ করেছেন প্রচুর। গান (১৯৬৬) শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৪৩) শ্রেষ্ঠ কবিতা ২য় পর্যায় (১৯৭০), ১৯৬৭ সালে তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের জন্য আকাদেমী পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ মৃত্যু বরণ করেন।

ব্রজেন দাস

বাংলাদেশের গৌরব, ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু ব্রজেন দাশ বিক্রমপুরের কুচিয়ামোরা গ্রামে ১৯২৭ সালের ৭ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গ্রামের পাঠশালার পড়ালেখা শেষ করে ঢাকায় জুবলী স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে কলিকাতায় পড়ালেখা শেষ করেন। কলেজ জীবন থেকেই তিনি সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং সুনাম কুড়ান। কলেজ জীবন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তৎকালে তিনি সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ, শ্যামাপদ গোস্বামী ও মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের নিকট আধুনিক সাঁতারের কলাকৌশল শেখেন, পরে তিনি ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান অলিম্পিক সাঁতারে চারটি এবং ১৯৫৬ সালে ঢাকা ষ্টেডিয়াম চ্যানেল কোর্স করার প্রস্তুতি হিসেবে একনাগাড়ে প্রথমে ১২ মাইল, ২৪ মাইল এবং শেষে ৪৮ ঘন্টা অনবরত সাঁতার কাটেন। ১৯৫৮ এ নারায়ণগঞ্জ হতে চাঁদপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ৮৫ মাইল সাঁতার সমাপ্ত করেন এবং ১৯৫৮ এর মার্চে পাকিস্তান চ্যানেল কোর্স গঠন হলে তাকে ইংল্যান্ডে চ্যানেল কোর্স প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করা হয়। ১৯৫৮ এর ১৮ আগস্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৯ জন বাছাই করা সেরা সাঁতারুদের সাথে ইংল্যান্ডের চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরুষ প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং প্রথম এশিয়া চ্যানেল বিজয়ী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ঐ বছরই ইটালী থেকে আমন্ত্রণ আসায় সেখানে গিয়ে সমুদ্রে ৩৩ কিলোমিটার সাঁতারে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৯ এ আবার ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৬০ এ চারবার চ্যানেল কোর্স সমাপ্ত করার গৌরব অর্জন করেন এবং বিশ্ব রেকর্ডের তালিকায় নাম উঠান। এর পূর্বে মাত্র একজন চারবার চ্যানেল কোর্স করার গৌরব লাভ করেছিলেন।
১৯৬১ সালের আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স হতে ইংল্যান্ডের সমুদ্র পথে ২ বার

কটথমরণ র্মেরটর্ণ মত ট মের্ণ (১৯৬২)। এছাড়া ছোটদের জন্য বারো মাসের ছড়া (১৯৬৬) অনুবাদ করেছেন প্রচুর। গান (১৯৬৬) শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৪৩) শ্রেষ্ঠ কবিতা ২য় পর্যায় (১৯৭০), ১৯৬৭ সালে তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের জন্য আকাদেমী পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে ভারত সরকার তাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ মৃত্যু বরণ করেন।

ব্রজেন দাস

বাংলাদেশের গৌরব, ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু ব্রজেন দাশ বিক্রমপুরের কুচিয়ামোরা গ্রামে ১৯২৭ সালের ৭ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গ্রামের পাঠশালার পড়ালেখা শেষ করে ঢাকায় জুবলী স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরে কলিকাতায় পড়ালেখা শেষ করেন। কলেজ জীবন থেকেই তিনি সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন এবং সুনাম কুড়ান। কলেজ জীবন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। তৎকালে তিনি সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ, শ্যামাপদ গোস্বামী ও মোহাম্মদ আলী ভাইয়ের নিকট আধুনিক সাঁতারের কলাকৌশল শেখেন, পরে তিনি ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান অলিম্পিক সাঁতারে চারটি এবং ১৯৫৬ সালে ঢাকা ষ্টেডিয়াম চ্যানেল কোর্স করার প্রস্তুতি হিসেবে একনাগাড়ে প্রথমে ১২ মাইল, ২৪ মাইল এবং শেষে ৪৮ ঘন্টা অনবরত সাঁতার কাটেন। ১৯৫৮ এ নারায়ণগঞ্জ হতে চাঁদপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ৮৫ মাইল সাঁতার সমাপ্ত করেন এবং ১৯৫৮ এর মার্চে পাকিস্তান চ্যানেল কোর্স গঠন হলে তাকে ইংল্যান্ডে চ্যানেল কোর্স প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করা হয়। ১৯৫৮ এর ১৮ আগস্ট বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৯ জন বাছাই করা সেরা সাঁতারুদের সাথে ইংল্যান্ডের চ্যানেল সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরুষ প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং প্রথম এশিয়া চ্যানেল বিজয়ী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ঐ বছরই ইটালী থেকে আমন্ত্রণ আসায় সেখানে গিয়ে সমুদ্রে ৩৩ কিলোমিটার সাঁতারে অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৯ এ আবার ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৬০ এ চারবার চ্যানেল কোর্স সমাপ্ত করার গৌরব অর্জন করেন এবং বিশ্ব রেকর্ডের তালিকায় নাম উঠান। এর পূর্বে মাত্র একজন চারবার চ্যানেল কোর্স করার গৌরব লাভ করেছিলেন।

১৯৬১ সালের আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স হতে ইংল্যান্ডের সমুদ্র পথে ২ বার

অতিক্রম করে নজীরবিহীন দুটি রেকর্ড স্থাপন করেন এবং দ্রুততম ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

ব্রজেন দাস ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার বিরল বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন এবং রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তার নিকট এ জন্য অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের লাইফ সেভিং সোসাইটি ও চ্যানেলসুইমিং এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সরকার তাকে প্রাইড অব পারফরমেন্স উপাধি দেন। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকার খেলাধুলায় তাকে রাষ্ট্রীয় পুরষ্কারে ভূষিত করেন।

১৯৬৪ সালে তিনি আমেরিকার আটলান্টা সিটিতে ওয়ার্ল্ড লং ডিসটেন্স সুইমিং ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ডের চ্যানেল কোচিং কমিটি তাকে 'কিং অব চ্যানেল' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদ অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

ভূবন মোহন দাশ

ভূবন মোহন দাশ ১৮৪৪ সালে তেলিরবাগ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পুত্র স্বনামখ্যাত দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। 'ব্রহ্ম পাবলিক ওপেনিয়ন' ও 'বেঙ্গল পাবলিক ওপেনিয়ন' পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৪ সালে তার মৃত্যু হয়।

ভূপেন্দ্র কিশোর

ভূপেন্দ্র কিশোর ১৯০১ সালে আটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল গোবিন্দ কিশোর। এই বিপ্লবী একজন স্বনামধন্য লেখক ছিলেন। তার গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'চলার পথে' 'নারী' 'সবার অলক্ষ্যে' 'ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব' উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ সালে তিনি মারা যান।

ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র, কর্ণেল

ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র ১৯০৫ সালে বিক্রমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি,এস,সি। নানা খেলাধুলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রকাশনায়
অতীশ দীপঙ্কর গবেষণা পরিষদের পক্ষে
তাজুল ইসলাম ঢালী

স্বত্ব
তানিয়া, তুষার, তৃনা

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯৬

প্রচ্ছদ
মাহাবুব কামরান

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
যাযাবর মিন্টু

মুদ্রণ
পালক এ্যাড
আরামবাগ ঢাকা

পরিবেশনায়
ঘাস ফুল নদী
৮৪ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ ঢাকা

মূল্য
১০০ টাকা মাত্র

ISBN-984-572-000-5